

তিলক মণ্ডল শুনি উঠিল নৌকায়।
 ত্বরা করি খুলে তরী পলাইয়া যায়।।
 ভজন, বলেছে “কোথা যাস্ কুলাঙ্গার।”
 সবে কয় ‘কোথা যায় শীঘ্র ওরে ধর।’
 বড় কর্তা কৃষ্ণদাস অথজ প্রভুর।
 বলে ‘ওরে ধরে আন যায় কত দূর।’
 এত বলি বড় কর্তা ধাবমান হয়।
 মহাপ্রভু এসে তথা অথজে সান্ত্বায়।।
 প্রভু বলে “দেখ দাদা হইয়ে আশ্রয়।
 একেবারে মরেছে কি আছে ওর প্রাণ?”
 বড় কর্তা দেখে গিয়া নাকে শ্বাস নাই।
 একেবারে গত প্রাণ শব দেখে তাই।।
 মহাপ্রভু এসে চটকার গাছতলা।
 দেখে বলে “এ দেখি সে হীরামন বালা।।
 বসিলেন হীরামনে রাখিয়া সম্মুখে।
 রহিলেন মহাপ্রভু উত্তরাভিমুখে।।
 প্রভু কহে “দেখহে পোদ্দার মহাশয়।
 প্রাণ নাই একেবারে মরা শব হয়।।”
 বড় কর্তা বলে “হরি! ব্রজা মরে গেছে।
 মরা যে বাঁচাতে পারে সে তো নাই বেঁচে।।
 মরা গরু বাঁচাইল তোর সঙ্গী ব্রজা।
 পার যদি হও মরা বাঁচাবার ওঝা।।
 রাউৎখামারের লোক মরা ফেলে যায়।
 বালা গোষ্ঠী এত বৃদ্ধি পেয়েছে কোথায়?
 প্রভু হরিচাঁদ তবে কহেন অথজে।
 ‘এরা যেন মরা ফেলে গেছে কি গরজে।।
 এক রাত্রে নির্জর্নতে বলে হরি হরি।
 এ রোগী চিকিৎসা আমি করিবারে পারি।’
 কৃষ্ণদাস বলে ‘কর পার যদি ভাই।
 রাউৎখামারের লোকের দোষ নাই।।
 যাও তথা, খাও তথা, তথা কর লভ্য।
 তাহারা তোমার বাটী আনে কত দ্রব্য।।

সেই থামে হরিবোলা মতুয়ার দল।
 ভকত বাঁচাও ভাই ভকতবৎসল।।
 কিন্তু যদি এ মরা বাঁচাতে নার ভাই।
 বালায় ‘বালাই’ যাবে আর রক্ষা নাই।।
 মাতব্বর চ’তে বালায় এত কি আশ্পর্ক।।
 ‘কৃষ্ণদাস’ নামে বুঝি শোনে নাই গাথা।।
 কার মরা এনে ফেলাইল কার বাড়ী।
 বাঁচা’তে পারত যশ হবে দেশ ভরি।।
 যদি না বাঁচা’তে পার বলে হরি হরি।
 বালাদের নামে আমি করি ফৌজদারী।’
 প্রভু কহে ‘বড় কর্তা দেখ বিদ্যমান।
 একেবারে মরা শব দেহে নাই প্রাণ।।
 প্রাণহীন দেহে বটে নাহি কোন শ্বাস!
 তবুও বাঁচাতে পারি হ’তেছে বিশ্বাস।।
 কথোপকথনে হ’ল দিবা অবসান।
 হেনকালে লক্ষ্মীমাতা এল সেই স্থান।।
 মাতা বলে “তবে কেন ক’রেছ বিলম্ব।
 নিশ্চয় চৈতন্য বালা করেছে এ কর্ম।।
 আপনার ঠাকুরালী তথায় বেড়েছে।
 পরীক্ষা করার জন্য ইহা করে গেছে।’
 প্রভু বলে ‘যাহা হোক সবে যাহা ঘরে।
 আমি দেখি চেষ্টা করে ঈশ্বর কি করে।’
 সবে গেল প্রভুমাত্র রহিল একেলা।
 মরা হীরামনে ল’য়ে সেই গাছতলা।।
 যামিনীর শেষ যামে সঞ্চারিল প্রাণ।
 নীরোগ শরীর হ’ল পূর্ণ শক্তিমান।।
 উঠিয়া চরণ-ধরি বলে ‘ওহে নাথ।
 এ অধমে কৃপা করি কর আত্মসাৎ।।
 যেদিন তোমার দেখা পাই মল্লকান্দী।
 পিঞ্জিরা রাউৎখামার পাখী ওড়াকান্দী।।
 ঠাকুর বলেন ‘আমি জানি তা সকল।
 সে কথায় কাজ নাই হরি হরি বল।।